রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, নভেম্বর ২৮, ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

মজুরী বোর্ড শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৮ অগ্রহায়ণ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২৩ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ৩৪৮-আইন/২০২২।—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ১৪০ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার উক্ত আইনের ধারা ১৩৯ এর অধীন ‘মৎস্য শিকারী ট্রলার ইন্ডাস্ট্রিজ’ শিল্প সেক্টর, অতঃপর উক্ত শিল্প সেক্টর বলিয়া উল্লিখিত, এর শ্রমিকগণের জন্য নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত নিম্নের তফসিলে বর্ণিত নিম্নতম মজুরীর হারকে, নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, উক্ত শিল্প সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরী হার হিসাবে ঘোষণা করিল, যথা :—

তফসিল

শ্রমিকের নিম্নতম মজুরী হার

ক্রমিক নম্বর	শ্রমিক পদবিন্যাস ও শ্রেণি বিভাগ	মাসিক মূল মজুরী (টাকা)	বাড়ী ভাড়া ভাতা (টাকা) মূল মজুরীর ৪০%)	চিকিৎসা ভাতা (টাকা)	সর্বমোট মজুরী (টাকা)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১।	গ্রেড-১ : ১। বসন	১৮,১০০/-	৭,২৪০/-	১,০০০/-	২৬,৩৪০/-
২।	গ্রেড-২ : ১। সহকারী বসন ২। ট্রল অপারেটর ৩। ফিস মাস্টার	১৭,০০০/-	৬,৮০০/-	১,০০০/-	২৪,৮০০/-

মূল্য : টাকা ৮.০০

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
	৪। ইঞ্জিন ফিটার ৫। মেকানিক				
৩।	গ্রেড-৩ : ১। ট্রল এসিসটেন্ট ২। ফিস এসিসটেন্ট ৩। প্রসেস এসিসটেন্ট ৪। ডুবুরী	১৫,৮০০/-	৬,৩২০	১,০০০/-	২৩,১২০/-
৪।	গ্রেড-৪ : ১। নাবিক-এ ২। পাচক-এ ৩। গ্রিজার-এ	১৩,০০০/-	৫,২০০	১,০০০/-	১৯,২০০
৫।	গ্রেড-৫ : ১। নাবিক-বি ২। পাচক সহকারী ৩। জুনিয়র গ্রিজার	১০,৭৫০/-	৪,৩০০	১,০০০/-	১৬,০৫০/-
৬।	গ্রেড-৬ : ১। নাবিক-সি ২। অয়েলম্যান	৯,০০০/-	৩,৬০০/-	১,০০০/-	১৩,৬০০/-
৭।	গ্রেড-৭ : ১। নাবিক-ডি	৬,৮০০/-	২,৭২০/-	১,০০০/-	১০,৫২০/-

শিক্ষানবিশ শ্রমিকের ক্ষেত্রে :

(ক) শিক্ষানবিশকাল হইবে ৩ (তিন) মাস :

তবে শর্ত থাকে যে, একজন শ্রমিকের ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশিকাল আরও ৩ (তিন) মাস বৃদ্ধি করা যাইবে যদি কোনো কারণে প্রথম ৩ (তিন) মাস শিক্ষানবিশিকালে তাহার কাজের মান নির্ণয় করা সম্ভব না হয়;

(খ) শিক্ষানবিশিকাল সন্তোষজনকভাবে সমাপ্ত হইবার পর শিক্ষানবিশ শ্রমিক সংশ্লিষ্ট গ্রেডের স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত হইবেন; এবং

(গ) শিক্ষানবিশিকালে শিক্ষানবিশ শ্রমিক মাসেক সর্বসাকুল্যে ৭০,০০০/- (সাত হাজার) টাকা প্রাপ্ত হইবেন।

শর্তাবলি :

১। তফসিলে উল্লিখিত নিম্নতম মজুরী হার বাংলাদেশে অবস্থিত সকল এলাকার 'মৎস্য শিকারী ট্রলার ইন্ডাস্ট্রিজ' শিল্প সেক্টরের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

২। তফসিলে উল্লিখিত পদের অতিরিক্ত কোনো পদ সংশ্লিষ্ট শিল্পে পূর্ব হইতে বিদ্যমান অথবা পরবর্তীতে সংযোজিত হইলে উহা যথাযথ শ্রেণি বা গ্রেডে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে।

৩। তফসিলে উল্লিখিত শ্রমিক বর্তমানে যেই গ্রেডে কর্মরত রহিয়াছেন সেই গ্রেডেই তাহাকে স্থলাভিষিক্ত করিয়া এই মজুরী কাঠামোর সহিত সমন্বয়পূর্বক তাহার মজুরী নির্ধারণ করিতে হইবে এবং কোনো শ্রমিককে নিম্ন গ্রেডভুক্ত করা যাইবে না।

৪। এই প্রজ্ঞাপন জারির পরবর্তীতে উক্ত শিল্প সেক্টরের মালিক তফসিলে উল্লিখিত পদবিন্যাস অনুযায়ী শ্রমিককে যথাযথ পদে সন্নিবেশিত করিয়া মজুরী রেজিস্টারভুক্তকরত মজুরী স্লিপ প্রদান করিবেন।

৫। তফসিলে উল্লিখিত মজুরী মাসিক নিম্নতম মজুরী হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত নিম্নতম মজুরী অপেক্ষা কম মজুরী প্রদান করা যাইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিম্নতম অপেক্ষা অধিক হারে মজুরী প্রদত্ত হইয়া থাকিলে তাহা হ্রাস করা যাইবে না।

৬। নিয়োগকর্তা বা মালিক পক্ষ ইচ্ছা করিলে স্ব-উদ্যোগে, এককভাবে বা যৌথ উদ্যোগে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী কোনো শ্রমিককে অধিক হারে মজুরী প্রদান করিতে পারিবেন।

৭। কোনো শ্রমিক ঠিকাদারের মাধ্যমে নিয়োজিত হইয়া মজুরী প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে উক্ত শ্রমিক বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ২(৬৫) অনুযায়ী 'শ্রমিক' বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্ত শিল্প সেক্টরে কোনো শ্রমিকের ঠিকাদারের নিকট প্রাপ্য পাওনার ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হইলে তাহার দায়-দায়িত্ব মালিক পক্ষের উপর বর্তাইবে এবং ঠিকাদার সরকার কর্তৃক শ্রমিকের জন্য ঘোষিত নিম্নতম মজুরী অপেক্ষা কম মজুরী প্রদান করিতে পারিবেন না।

৮। শর্ত ৭ এ উল্লিখিত নিয়োগকারী ঠিকাদার বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা **১২১**, ১৫০ এবং **১৬১** এর বিধান মোতাবেক মালিকের ন্যায় একইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৯। মালিক যদি শ্রমিককে ফুরনভিত্তিক (Piece rate) মজুরী প্রদান করিয়া থাকেন, তবে তফসিলে উল্লিখিত হারে ও উপরি-উক্ত শর্তাধীনে মজুরীর হার এইরূপ হারে সংশোধন করিতে হইবে যাহাতে তাহারা বিভিন্ন শ্রেণিভুক্ত শ্রমিকের জন্য নির্ধারিত নিম্নতম মজুরী অপেক্ষা কম মজুরী প্রাপ্ত না হন।

১০। তফসিলে উল্লিখিত নিম্নতম মজুরী ও বিভিন্ন ভাতা ছাড়াও শ্রমিক কর্মরত প্রতিষ্ঠানে অন্যান্য যে সকল অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ও ভাতা প্রাপ্য হন উহা বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান মোতাবেক বলবৎ ও অব্যাহত থাকিবে।

১১। তফসিলে উল্লিখিত নিম্নতম মজুরী সমন্বয় করিয়া ১ (এক) বৎসর কর্মরত থাকিবার পর শ্রমিকের মূল মজুরীর ৫% (শতকরা পাঁচ শতাংশ) হারে বাৎসরিক ভিত্তিতে মজুরী বৃদ্ধি পাইবে এবং পরবর্তী বৎসরে ক্রমবর্ধমান হারে পুনরায় মূল মজুরীর ৫% (শতকরা পাঁচ শতাংশ) হারে বৃদ্ধি পাইবে।

ব্যাখ্যা।—যদি এক জন শ্রমিকের মূল মজুরী ৬,৮০০/- (ছয় হাজার আটশত) টাকা হয় তবে, এক বৎসর কর্মরত থাকিবার পর তাহার বাৎসরিক মজুরী বৃদ্ধি পাইয়া মূল মজুরী ৭,১৪০/- (সাত হাজার একশত চল্লিশ) টাকা নির্ধারিত হইবে এবং পরবর্তী বৎসরে ক্রমবর্ধমান হারে পুনরায় ৫% (শতকরা পাঁচ শতাংশ) হারে বৃদ্ধি পাইবে অর্থাৎ মূল মজুরী ৭,১৪০/- (সাত হাজার একশত চল্লিশ) টাকার ৫% (শতকরা পাঁচ শতাংশ) বৃদ্ধি পাইয়া ৭,৪৯৭/- (সাত হাজার চারশত সাতানব্বই) টাকা নির্ধারিত হইবে।

১২। নিযুক্ত শ্রমিক বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর বিধান অনুযায়ী ভাতা এবং অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্য হইবেন।

১৩। এই প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত কোনো বিষয় বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর সহিত সাংঘর্ষিক হইলে উহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফারজানা সুলতানা
উপসচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd